১৫

নতুন বিশ্ব ঃ বৃটেন ও উত্তর আমেরিকা

অষ্টাদশ শতাব্দী

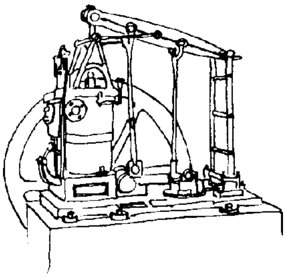

॥১ ॥শিল্প বিপ্লব

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটেন বিশ্বশক্তিরূপে সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়। উত্তর আমেরিকায় (১৭৭৬-৮৩) স্থায়ীভাবে এর মোট তেরটি উপনিবেশ হাতছাড়া হওয়া সত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপে ফরাসীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নেপলিয়নের প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করে দিয়ে বৃটেন বিশ্বরাজনীতিতে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এখন পর্যন্ত ইউরোপের সীমান্তে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর রাজনৈতিক শক্তিরূপে থাকা সত্ত্বেও নতুন মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এই যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন, এর আংশিক কারণ এই যে, এ সময় বৃটেনে সর্বপ্রথম শিল্প বিপ্লব ঘটে এবং এর ফলে সমাজে প্রভূত পরিবর্তন ঘটে। এবার বিশ্বের কোন অংশই কিন্তু এই নতুন শক্তির উত্থানে প্রভাবিত না হয়ে যায়নি এবং বিভিন্ন মণ্ডলীকেও সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন ধরনের জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়েছে।

অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি

এই যে শিল্প বিপ্লব – এটা কিন্তু রাতারাতি ঘটেনি। বৃটিশ অর্থনীতির ব্যাপক ক্রমবিকাশ শুরু হয় ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। এর সঙ্গে যোগ হয় ক্রমশঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ১৭৮০-এর দশকের মধ্যে সমস্ত সচেতন পর্যবেক্ষকদের চোখে নতুন পরিস্থিতিটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন ছাড়া ইংল্যাণ্ডে গুটি কয়েক বড় শহর ছিল। এগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ছিল বড় বড় সমুদ্র বন্দর ও ব্যবসা-কেন্দ্র; দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সম্পদ ও জনগোষ্ঠীর সহস্র বছরের পুরানো ধাঁচে কেন্দ্রীভূত হওয়া অব্যাহত ছিল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর দিকে একটি নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে। ম্যানচেষ্টার ও লীডসের ন্যায় ছোট ছোট নগর কেন্দ্রগুলোতে শিল্পজাত দ্রব্যাদি উৎপাদনকারী কর্মশালা ও ফ্যাক্টরীগুলো বিশেষ করে বস্ত্রশিল্প কেন্দ্রীভূত হওয়ার দরুণ বড় বড় শহরে পরিণত হয়। ক্রমশঃ উৎপাদনকারী কেন্দ্রগুলোর এই নতুন দ্রুত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে একটি

নতুন শক্তির উৎস তথা বাষ্প উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। শক্তিচালিত ইঞ্জিন বিশেষভাবে বস্ত্রশিল্পের জন্য সূতা বোনার বাষ্প উৎপাদন-ব্যবস্থা প্রক্রিয়া এক অভাবনীয় গতিসঞ্চার সম্ভব ক'রে তুলে। তা সত্ত্বেও সুপ্রাচীন পানি শক্তির উৎসও গুরুত্বপূর্ণ থেকে যায়, শিল্প-কারখানাগুলোর জন্য উত্তর ইংল্যাণ্ডের ও স্কটল্যাণ্ডের খরস্রোতা জলপ্রবাহগুলোকে কাজে লাগানো হয় এবং দূর-দূরান্তে বিপুল পরিমাণ মালামালের সস্তা স্থানান্তরের জন্য ধীরগতিসম্পন্ন অথচ নিত্য প্রবহমান এই জলপ্রবাহগুলো থেকে খালে বাগ মানানো হয়।

সমাজে বিভিন্ন পরিবর্তন

আলোচ্য বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বৃটিশ সমাজ সারা দেশে জনগোষ্ঠীর বন্টনে এবং কৃষিকাজ ও শিল্প-উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনে ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে (অবশ্য এটা মনে রাখা দরকার যে, এমন কি ১৮৩০ এর দশকেও অধিকাংশ বৃটিশ জনসাধারণ গ্রামদেশে বাস করত এবং কিছুটা হলেও কৃষিকাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল)। সামগ্রিকভাবে বৃটিশরা অনেকটা বিত্তবানও ছিল, এমন কি অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শ্রেণীর জনসাধারণের মনেও এমন সব ভোগ্যপণ্যের জন্য অর্থ ব্যয়ের আশা ছিল যা তাদের পূর্বপুরুষদের সময়ে একেবারেই পাওয়া যেত না।

এ সমস্ত বাস্তবতা মণ্ডলীসমূহের সামনে নানাবিধ সমস্যা তুলে ধরে। সম্ভবতঃ দীর্ঘমেয়াদী সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হয়ে যা দেখা দিয়েছিল, তা ছিল ভোগবাদী সমাজের প্রথম আবির্ভাব, যে সমাজ অবসর সময়কে নতুন নতুন পন্থায় এবং ছোট-বড় বিলাসদ্রব্য নিত্যনতুনভাবে ভোগ করার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে উঠে। তবে অপেক্ষাকৃত তাৎক্ষণিক সমস্যাটা সৃষ্ট হয় উত্তরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত বড় বড় শহরগুলোতে জনগোষ্ঠীর স্থানান্তরের ফলে। পালকীয় পরিচর্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড মণ্ডলীর মূল শক্তিটা নিহিত ছিল ধর্মপল্লীগুলোর জটিল প্রকৃতির জোড়াতালির মধ্যে। তা সত্ত্বেও এই কাঠামো নতুন নতুন জনগোষ্ঠীর কেন্দ্রগুলোতে সবচেয়ে দুর্বল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। নতুন নতুন ধর্মপল্লী স্থাপন ঝামেলাপূর্ণ ও ব্যয়বহুল আইনগত যত প্রক্রিয়া অপরিহার্য করে তোলে। অধিকন্তু, ধর্মপল্লী মাত্রই তার সমগ্র জনগোষ্ঠীর আধ্যাত্মিক প্রয়োজনগুলো সামাল দেবার সবচেয়ে ভাল কাজ করে স্থায়ী গ্রামীণ সমাজগুলোতে; মধ্যযুগের প্রথম দিক হতে শহরের অপেক্ষাকৃত ভ্রাম্যমাণ ও সহজে দেখাশুনা করা যায় না, এমন লোকদের নিয়ে পালকদের বিস্তর ভোগান্তি হয়।

॥২ ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজ মণ্ডলীসমূহ

নতুন জটিল পরিস্থিতিকে সামাল দেবার জন্য ইংল্যাণ্ড মণ্ডলীর আরও কিছু সমস্যা ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর বিভিন্ন লড়াইয়ের ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, কাথলিক ও এভানজেলিক্যাল উভয় মণ্ডলী ভক্তসাধারণ ও যাজকসম্প্রদায়ের নিবেদিতপ্রাণ গোষ্ঠীগুলোকে, [যেমন – একদিকে অ-শপথকারীদের ও অন্যদিকে ভিন্নমতাবলম্বীদের] খোয়াতে [২০১]
হয়েছিল। হাই চার্চের কয়েকজন ভক্তিমতি রাণী এ্যানের (১৭০২-১৪) রাজত্বকালে বিশেষভাবে প্রভাবশালী ছিলেন এবং ভিন্নমতাবলম্বীদেরকে আরও ছাড় দেওয়ার বিরুদ্ধে তারা সব সময় প্রচণ্ড রকমের প্রতিরোধ করে আসছিলেন। কিন্তু ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে হেনবারীয় প্রথম জর্জ বৃটিশ সিংহাসনে আরোহণ করলে হাই চার্চ গোষ্ঠীকে নির্বাসিত স্টুয়ার্ট রাজবংশের (দ্বিতীয় জেমসের পুত্র ও পৌত্রদের) পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত লালায়িত হওয়ার দায়ে সন্দেহ করা হয়, এবং নতুন সরকার অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য যাজকদের সমর্থন করে। এই যাজকগণ তাঁদের ঐশতত্ত্বে সহনশীল ও উদারপন্থী প্রবণতাবিশিষ্ট ছিলেন। অন্য কথায়, তাঁরা ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে চরমপন্থাকে নিন্দা করতেন যা সপ্তদশ শতাব্দীতে অনেক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। তাছাড়া তাঁরা খ্রীষ্টধর্মকে একটি যুক্তিসঙ্গত ধর্মবিশ্বাস ব'লে গণ্য করতেন আর তাই তাঁদের মতে খ্রীষ্টধর্মের উচিত রহস্যময়তা ও বিস্ময়-উদ্দীপনার গুরুত্বকে

খাটো করে দেখা।

ধর্মবিশ্বাসে সহনশীল ও উদারপন্থী ব্যক্তিবর্গ

ধর্মবিশ্বাসে সহনশীল ও উদারপন্থী ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক ধর্মপ্রাণ ও বিবেকবান পালক ছিলেন, যারা নিজেদের গড়ে তোলেন বিজ্ঞ ও প্রতিভাবান বাণীপ্রচারক এবং ধর্মবিশ্বাসে সহনশীল ও উদারপন্থী জন টিলোটসনের (১৬৩০-৯৪) আদর্শে । জন টিলোটসন ক্যান্টারবেরীর মহাধর্মপালরূপে স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন অ-শপথকারী উইলিয়াম

[২০১] অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ সমাজ

প্রবন্ধকার যোসেফ আডিসনের (১৬৭২-১৭১৯) মতে সমাজে এ্যাংলিকান মণ্ডলীর একটি অপরিহার্য ভূমিকা ছিল ঃ

"এটা নিশ্চিত যে, গ্রামদেশের জনসাধারণ অচিরেই এক অসভ্য ও বর্বরদের দেশে পর্যবসিত হবে যদি না ঘন ঘন একটি নির্ধারিত সময় ফিরে আসে যখন সমগ্র গ্রামের লোক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে সেজেগুজে গির্জায় সমবেত হয় যাতে সেখানে তারা একে অপরের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে পারে, তাদের কাছে ব্যাখ্যা-করা তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা শুনতে পায়, এবং পরম সত্তার উপাসনায় সম্মিলিত হতে পারে।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ মৃৎপাত্রাদি নির্মাতা যোসিয়া ওয়েজউডের (১৭৩০-৯৫) মনে কোন সন্দেহ ছিল না তাঁর ন্যায় শিল্পপতিরা দেশের জন্য অনেক উপকার ব'য়ে আনছিলেন। জন্মস্থান স্ট্যাফর্ডশায়ারের পরিবর্তন বিষয়ক তাঁর বর্ণনায় উদ্বেলিত যে আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদ প্রকাশ করে তা শিল্পবিপ্লবকালীন ইংরেজ সমাজের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ থেকে থাকবে।

"... তোমাদের বাপ-মাদের কাছে দেশটির একটি বর্ণনা চাও যেখানে আমরা বসতি করেছিলাম যখন তারা এটিকে প্রথম চিনেছিলেন; তারা তোমাদের বলবেন এ দেশের অধিবাসীরা এখন যে পরিমাণ দারিদ্র্যের চিহ্ন বহন করে চলছে, তার চেয়ে অনেক বেশী বহন করেছে আগে। তাদের বাড়িঘর ছিল শোচনীয় রকমের জীর্ণ কুটির, ভূমি চাষাবাদ হত দীনহীনভাবে এবং তাতে অল্প মূল্যের মানুষ বা পশুখাদ্য পাওয়া যেত। চলাচলের অযোগ্য রাস্তাঘাটসহ এ সমস্ত অসুবিধা বলা চলে অবশিষ্ট বিশ্ব থেকে আমাদের দেশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। বলা বাহুল্য, এতে আমাদের জীবন মোটেও খুব আরামদায়ক ছিল না। এই যে অবস্থা যাকে আমি সত্যি বলেই জানি, ইহাকে একই দেশের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দেখ, শ্রমিকরা এখন আগের চেয়ে দ্বিগুণ মজুরী পাচ্ছে, তাদের বাড়িঘর এখন অধিকাংশই নতুন ও আরামপ্রদ, এবং ভূমি, রাস্তাঘাট এবং প্রতিটি অবস্থা-পরিস্থিতিই অত্যন্ত প্রীতিকর ও দ্রুত উন্নতির স্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করছে ... এরূপ সময়োপযোগী পরিবর্তনের নিয়ামক হচ্ছে শিল্প।"

শিল্প সমাজ এমন প্রগতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিতে পারত যা মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের জন্য হুমকীস্বরূপ বলে মনে হত, যেমনটা নিম্নোক্ত ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে সমর সচিবের নিকট প্রেরিত প্রতিবেদনটিতে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। প্রতিবেদনের 'পেইন' হচ্ছেন আমূল সংস্কারবাদী টম পেইন (১৭৩৭-১৮০৯)। যদিও তিনি প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস না মেনে যুক্তির উপর নিজের ধ্যানধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন, রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য উল্লিখিত সংঘগুলো শেফিল্ডে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন লাভ করেছিল ধর্মীয় মার্গগামীদের কাছ থেকে নয়, বরং মূলধারার প্রটেস্টান্ট ভিন্নমতাবলম্বীদেরই কাছ থেকে।

" ... শেফিল্ডে ... আমি লক্ষ্য করেছি পেইনের রাজবৈরী বা মানুষকে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মতবাদগুলো এবং দলাদলিপ্রবণ লোকেরা যারা দেশের শান্তি বিঘ্নিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে, আমার ধারণায় তা মাত্রাতীত। আর বাস্তবিকই মনে হয় তারা তাদের সমস্ত রাজবৈরী ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র হিসেবে অত্যন্ত সুবিবেচনার সঙ্গেই তা বেছে নিয়েছে, কেননা এই নগরের উৎপাদনকারীরা এমনই প্রকৃতিবিশিষ্ট যে, তাদের উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ার জন্য এত অল্প পুঁজি লাগে যে, খুবই সামান্য পরিমাণ অর্থের মালিক কোন মানুষ দুই, তিন বা চারজন লোক নিয়োগ করতে পারে; আর এটাই স্বাভাবিক অবস্থা হয়েছে বলে অন্যান্য বড় বড় শহরের ন্যায় এই শহরে যথেষ্ট সংখ্যক প্রভাবশালী লোক নেই, যারা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বা তাদের আশ্রিত বা পোষ্যদের সংখ্যা দ্বারা বিশৃঙ্খলার সময় কার্যকরভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। যেহেতু ঠিকা-শ্রমিকদের প্রদত্ত মজুরী অনেক বেশী, তাই সপ্তাহে তিন দিন কাজ করাই তাদের সাধারণ প্রচলিত প্রথা। এতেই তাদের পান-ভোজন ও সপ্তাহের বাকী দিনগুলো হৈ-হুল্লা করে পানভোজনোৎসবে কাটানোর মত যথেষ্ট উপার্জন হয়। ফলে সেখানকার চেয়ে রাজদ্রোহাত্মক উদ্দেশ্যে অধিকতর উপযুক্ত স্থান আর থাকতে পারে না।

তাদের অসচ্চরিত্র নীতি বিস্তারের জন্য গৃহীত পদ্ধতিটা হচ্ছে সর্বনিম্ন পর্যায়ের যন্ত্রী বা কারিগরদের অবস্থা-পরিস্থিতির উপযোগী শর্তাবলী ভিত্তিক সংঘ গঠন করা। উক্ত যন্ত্রী বা কারিগরদের মধ্যে প্রায় ২৫০০ জনকে প্রধান সমিতিতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং এই সংখ্যা এখানেই সীমাবদ্ধ না-ও থাকতে পারে কেননা যে কেউ ৬ পেনি দিলে তাকে তালিকাভুক্ত হতে দেয় ...

ম্যানক্রোফটের পরে। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসে সহনশীল ও উদারপন্থীদের ধর্মটা ছিল অনেকটা 'নিম্ন তাপমাত্রা'-র ধর্ম; এদের অনেকেই মণ্ডলীর কাজ কারবারের উপর হেনোভারীয় সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ইচ্ছা থেকে সুবিধা আদায় ক'রে নেওয়ার জন্য তৎপর ছিলেন। বিভিন্ন সরকার এটা ভাল করেই জানতেন যে, হাউস অব লর্ডসে ধর্মপালদের ভোট কাজে লাগিয়ে কোন কিছু করার নিশ্চয়তা বিধান করা যেতে পারে। আর সম্ভাব্য ধর্মপালগণ এই মর্মে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন যে, সবচেয়ে সম্পদশালী ও সবচেয়ে দরিদ্র ভাতাদান ধর্মপাল-এলাকার মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে। কোন ধর্মযাজক যদি মণ্ডলীর আর্থিক পুরস্কারের শীর্ষে আরোহণ করতে ইচ্ছা করতেন, তাহলে এর জন্য তাকে রাজনীতিকদের মন জয়ের চেষ্টা না করে উপায় ছিল না। সরকারের ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা কিন্তু খ্রীষ্টমণ্ডলীর নৈতিক মনোবলের জন্য খারাপ ছিল। মণ্ডলীতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে যখন আরও বেশী বড় বড় পদগুলো সম্ভ্রান্ত-শ্রেণী এবং অভিজাত-সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ছিল, যারা হেনোভারীয় উত্তরাধিকারকে সমর্থন করতেন। অনেক যাজকই তখন এত সামান্য আয়ের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতেন, সুবিধাভোগী যাজকশ্রেণীর বিত্ত-বৈভবের সঙ্গে যার কোন তুলনাই চলত না।

ভিন্নমতাবলম্বীগণ

প্রটেস্টান্ট ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠীর সপ্তদশ শতাব্দীর পরাজয় ও আশাভঙ্গের পর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ইংল্যাণ্ডের ৬৫,০০,০০০ লোকের মধ্যে মাত্র আড়াই লক্ষ মানুষের আনুগত্য লাভে সক্ষম হয়েছিল। অধিকন্তু ইহা রাজনীতির হর্তাকর্তা সম্ভ্রান্ত-শ্রেণী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রায় সম্পূর্ণ সমর্থনই হারিয়েছিল, অপেক্ষাকৃত ঐশ্বর্যশালী ভিন্নমতাবলম্বীগণ ব্যাপ্টিস্টদের চেয়ে বরং প্রেসবিটেরিয়ান ও কংগ্রেগেশনালিষ্টদের পক্ষপাতী ছিলেন, যদিও কোয়েকারগণ এ সময় যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পের বদৌলতে সমৃদ্ধি লাভ করছিল, তাদেরকে নিজ দলে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল।

ঐশতত্ত্বের দিক দিয়ে ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠী ক্যালভিনবাদের প্রতি ক্রমশঃ উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিল। পূর্ববর্তী শতাব্দীতে এই ক্যালভিনবাদই উক্ত গোষ্ঠীর মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করে আসছিল। ইংল্যাণ্ড মণ্ডলীর ন্যায় ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠী ধর্মীয় উৎসাহ-উদ্দীপনাকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর ঐশতত্ত্ব হিসাবে এ্যাংলিকান ঐশতত্ত্ব যেসব বাধা পায় সেগুলো ছাড়া অনেক ভিন্নমতাবলম্বী মণ্ডলী সহজে একত্ববাদে যোগ দেয় – যা ছিল সে সময়কার খুব প্রচলিত একটি মতবাদ।

তা সত্ত্বেও ভিন্নমতাবলম্বীরা তাদের স্বকীয় পরিচয়কে আঁকড়ে থাকে এবং নিজস্ব ভিন্নমতাবলম্বী একাডেমী [২০২]
রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবদানও রাখে; তারা নিজস্ব স্কুল ও অতিরিক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে, কারণ ভিন্নমতাবলম্বীরা অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রাচীন অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত মানের ও বৈচিত্র্যময় শিক্ষার ব্যবস্থা করত। ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠী তার সাহিত্যিক ঐতিহ্যের জন্য গর্ব করতে পারত। জন মিল্টনের (১৬০৮-৭৪) কবিতা ছাড়াও তা কারিগর স্বতন্ত্র প্রচারক জন বানিয়ান ছিল তাদের গর্বের বিষয় (১৬২৮-৮৮)। এই জন বানিয়ানই Pilgrim's Progress নামে ইংরেজী ভাষায় একজন অন্যতম সুপরিচিত ধর্মগ্রন্থের রচয়িতা। পালক আইজাক ওয়াটস্ (১৬৭৪-১৭৪৮) এবং ফিলিপ ডড্রিড্জ (১৭০২-৫১) উভয়েই ধর্মসঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁদের রচিত [২০৩]
সঙ্গীতগুলোর উৎকর্ষের কারণে পাশ্চাত্য মণ্ডলীর ধর্মীয় সঙ্গীতের জগতে তাঁরা পথিকৃতের আসন লাভ করেছেন। বাস্তবিকই ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠীই অষ্টাদশ শতাব্দীর বৃটেনে ধর্মসঙ্গীত গাওয়ার অত্যন্ত জীবন্ত ঐতিহ্য রক্ষা করেছে।

ইংল্যাণ্ডে রোমান কাথলিক মতাদর্শ

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে রোমান কাথলিক মণ্ডলীর জীবনের সঙ্গে প্রটেস্টান্ট ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠীর জীবনধারার কিছুটা আজগুবি মিল ছিল। কার্যতঃ কাথলিক মণ্ডলীকে কিছুটা অদ্ভুত ভিন্নমতাবলম্বী একটি উপদল হিসেবেই দেখা হত। নির্যাতনের মুখে বীরোচিত সাহসিকতা প্রদর্শনের দিনগুলো অনেকাংশে শেষ হয়ে গিয়েছিল, যদিও কাথলিক আচার-পদ্ধতির প্রতি মানুষের বিরোধিতা তলে তলে তুষের আগুনের ন্যায় জ্বলছিল, এবং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে এসে তা প্রচণ্ড ঘৃণার আকারে বিস্ফোরিত হয়ে লণ্ডনে গর্ডন রায়টে নির্বিচারে প্রাণহানি ও সহায়-

সম্পত্তির বিনাশ ঘটায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এসে বিশেষ করে কাথলিক স্টুয়ার্ট রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা উবে গেলে কাথলিকরা একটি অদ্ভুত ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে গৃহীত হয়; তারা যদি বিচক্ষণ হয়ে চলে তবে ধর্ম চর্চা করতে পারবে । বহু অভিজাত-সম্প্রদায়ের পরিবার যারা কষ্টকর সময়েও কাথলিক মণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, তারা এ সময় অবলুপ্ত হচ্ছিল, না হয় এ্যাংলিকান মণ্ডলীর সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল, কিন্তু তাদের স্থানে কাথলিক মণ্ডলীর জন্য শহরের পেশাজীবি শ্রেণীগুলোর মধ্যে একটি ব্যাপকতর ভিত্তি রচিত হচ্ছিল। প্রধানতঃ এই সাদামাঠা বছরগুলোতে কাথলিক সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব যথার্থই ধর্মপাল রিচার্ড চ্যালোনারের (১৬৯১-১৭৮১ খ্রীঃ) হাতে ছিল। তিনি খুব বিচক্ষণ ও মধ্যপন্থী কিন্তু সৃজনশীল নন। তিনি 'আত্মার বাগান' শীর্ষক একটি ধর্মীয় গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। গ্রন্থটি কাথলিকদের মাঝে বিরাট সাফল্য লাভ করে এবং মূল পুস্তকটি কৌশলে সংশোধিত হয়ে তা ইংরেজ প্রটেস্টান্টদের মধ্যেও খুব সমাদৃত হয়।

[২০২] **ইংরেজ ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠী**

একজন ভিন্নমতাবলম্বীর সাক্ষ্য

১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাংলিকান প্রতিক্রিয়াশীলতার কবলিত হয়ে যারা দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে, তাদের সম্বন্ধে সর্বপ্রথম ইতিহাসবেত্তা ছিলেন এডমণ্ড কালামি (১৬৭১-১৭৩২)। নীচে তিনি একজন ভিন্নমতাবলম্বী হওয়ার ক্লেশ ও সুবিধাসমূহের কথা বর্ণনা করছেন।

"আমাদের স্বাধীনতাকে এখনও বহুমূল্য জ্ঞান করাকে অযৌক্তিক ভাবা যাবে না, কারণ সেটা আমাদের কাছে আসে প্রার্থনা ও অশ্রু বিসর্জনের, দুঃখ-কষ্ট ও ক্লেশের, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আমাদের সামনে আমাদের পিতৃপুরুষদের প্রতিজ্ঞারই ফসলরূপে। আমি নিশ্চিত যে, আমাদের কারও কারও বেশী মনে আছে যে, আমাদের শিক্ষা চলাকালে তাদের নিজস্ব কঠোর অবস্থা সম্পর্কে তাদের অত্যন্ত দুঃখজনক অভিযোগের মধ্যে আমাদের নিরাশ হওয়া রোধ করার উদ্দেশ্যে শিক্ষকগণ অবাধে আলোচনা করতেন এই বড় আশা নিয়ে যে, ভবিষ্যতে আমাদের জন্য শ্রেয় জিনিস সংরক্ষিত রয়েছে। ঈশ্বরের মহা করুণায় এই শ্রেয় জিনিসগুলো অনেকাংশে পাবার জন্য যথেষ্ট দিন বাঁচতে পেরেছি। আর তাই আমাদের উচিত আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে আনন্দের সঙ্গে তাদের অনুকরণ করা যেমনটা তারা খ্রীষ্টকে অনুকরণ করেছে ঃ আমাদের উচিত ঈশ্বরের সঙ্গে ও তাঁর উপর আস্থা রেখে সত্য ও পবিত্রতার প্রতি, স্বাধীনতা ও ভালবাসার প্রতি অবিচল থাকা।"

এডমণ্ড কালামি, A Continuation of the Account ... of the Minister... ejected (1727).

[২০৩] **আইজাক ওয়াট্সের সময়ের উপর অনুচিন্তন**

আইজাক ওয়াটস্ একটি ধর্মসঙ্গীত রচনা করেন বটে, কিন্তু এতে রয়েছে মানব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বের উপর একটি কাব্যিক অনুচিন্তন। এতে আছে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য যে অনুসারে কোন যন্ত্র, পকেট-ঘড়িও ধ্যানের বিষয়বস্তু হওয়া উচিত।

"আমার ঘড়ি, আমার বন্দীদশার নিঃসঙ্গ ধরনের সঙ্গী,
আমার বিশ্বস্ত ঘড়িটি বারবার একটি ছোট্ট শব্দ ক'রে চলছে,
সময়ের স্পন্দন ধ্বনি করে চলেছে, নশ্বর গুণে চলেছে সতত,
আমার দুঃখ-দুর্বিপাকসমূহ, সে তো এক সুদীর্ঘ পরম্পরা,
ধীরগতির কাঁটাটি করছে ধীরগতিসম্পন্ন মিনিটকে,
অপেক্ষাকৃত মন্থর গতির কাঁটাটি নির্দেশ করে ঘণ্টাকে।
আহা, তুমি প্রিয় ইঞ্জিন !
তুমি ছোট্ট পিতল খণ্ড আমার জীবনের হিসাবরক্ষক,
স্বর্গ ও পৃথিবীর ওগো পরাক্রমী চক্র তুমি,
এই যে মেঘাচ্ছন্ন নিষ্প্রাণ সূর্য, এই যে অনার্যকণীয় চাঁদ,
এই যে মধ্যরাত্রি – সমস্তই
তোমাকে অনুকরণ ক'রে আবর্তিত হচ্ছে !

॥৩ ॥আয়ারল্যাণ্ডে কাথলিকবাদ

কাথলিক প্রতিরোধ

দুঃখ-দুর্দশা ও নির্যাতনপূর্ণ দেড় শতাব্দীর পর আয়ারল্যাণ্ডেও কাথলিকরা একটি অপেক্ষাকৃত শান্তির কাল অতিবাহিত করছিল। তাদের সমস্যা শুরু হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ইংরেজ রাজা আয়ারল্যাণ্ডের কর্তৃত্বাধীন অঞ্চলগুলোর ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহ দেখাতে শুরু করেন, কেননা উক্ত অঞ্চলগুলো দ্বাদশ শতাব্দী থেকে স্থানীয় রাজাদের অধীনে ছিল।

আয়ারল্যাণ্ডকে একটি সু-নিয়ন্ত্রিত ইংরেজ শাসিত এলাকায় পরিণত করার টিউডরদের নতুন প্রচেষ্টার খানিকটা ছিল অনুগত ডাবলিনের আইরিশ পার্লামেন্টের উপর একটি মাণ্ডলিক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া। প্রথম এলিজাবেথ চেয়েছিলেন এই মণ্ডলী হবে অনেকটা ইংল্যাণ্ড মণ্ডলীর অনুরূপ, কিন্তু তাঁকে আয়ারল্যাণ্ডে একটা ভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়ঃ গেইলিক-ভাষা-ভাষী কেলটিক জনগোষ্ঠী কিংবা মধ্যযুগের ইংরেজ বসতকারীদের কেউই সরকারের পরিকল্পনার প্রতি প্রয়োজনীয় সহায়তা-সমর্থন দেবার জন্য বেশী আগ্রহ দেখায়নি। নতুন মণ্ডলী ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে ঔপনিবেশিক প্রশাসনের অনেক বেশী কিছু করণীয় ছিল। সেই সঙ্গে "কাথলিক প্রতি-ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন" দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং বিশেষভাবে বিভিন্ন মঠবাসী ধর্মসংঘ কর্তৃক পরিচালিত একটি বলিষ্ঠ মঙ্গলবাণী-প্রচার প্রচেষ্টা গেইলিক ও 'প্রাচীন ইংরেজ' – উভয় সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক আইরিশকে রোমের প্রতি আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে। নব্য ইংরেজ ঔপনিবেশিক চাপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার শক্তি যোগায়। এর ফল এই দাঁড়াল যে, ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আয়ারল্যাণ্ডে পাশাপাশি দু'টি ভিন্ন মাণ্ডলিক কাঠামো অস্তিত্ব লাভ করল ঃ একদিকে প্রাচীন মণ্ডলীর দানপ্রাপ্ত জমি-জমা নিয়ে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত একটি প্রটেস্ট্যান্ট মণ্ডলী এবং অন্যদিকে রোমের স্বীকৃত একটি যাজকতন্ত্র, যার প্রতি অধিকাংশ গেইলিক ও প্রাচীন ইংরেজ জনগোষ্ঠীর সমর্থন ও আনুগত্য ছিল।

'উলষ্টার উপনিবেশন'

যে সাংস্কৃতিক বিভাজক রেখা আজ পর্যন্ত আইরিশ জীবনের একটি ক্ষতস্বরূপ, তা সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকট হয়ে উঠেছিল। রাজা ষষ্ঠ ও প্রথম জেমসের সরকার বিশেষতঃ স্কটল্যাণ্ড থেকে আগত প্রটেস্ট্যান্টদের আয়ারল্যাণ্ডে সবচেয়ে শক্তিশালী গেইলিক অধ্যুষিত এলাকা উলষ্টারে বসতি স্থাপনে উৎসাহিত করেছিলেন। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতি আইরিশদের প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার উপায় হিসেবেই এমনটা করা হয়েছিল।

১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এ সকল 'উলষ্টার উপনিবেশন'-এর ঘাত এবং আইরিশ জীবন-যাপন পদ্ধতির উপর ইংরেজদের সর্বাঙ্গীন আঘাত আইরিশ অসন্তোষের বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে আয়ারল্যাণ্ডে একটি কাথলিক এবং প্রধানতঃ গেইলিক শাসন কায়েমের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বিদ্রোহের পরিকল্পনা করা হয়। এটা ব্যাপকতর যুদ্ধেরই অংশ হয়ে ওঠে। এই যুদ্ধ-বিগ্রহ দুই দশক ধরে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। ঘটনাচক্রে কাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট উভয় সম্প্রদায়ই এমন সব নৃশংসতার স্বাক্ষর রাখে যার স্মৃতি অপর পক্ষের সাধারণ মানুষের মনে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়ে থাকবে। কাথলিকদের উদ্দেশ্য অলিভার ক্রমওয়েলের সেনাবাহিনী কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় চার্লসের আমলে অবস্থা খানিকটা ভাল হয়।

কাথলিকপন্থী দ্বিতীয় জেমসের আয়ারল্যাণ্ডের উদ্দেশে ইংল্যাণ্ড থেকে পালিয়ে আসার পর তার পক্ষাবলম্বন করার উদ্দেশ্যে আইরিশদের প্রচেষ্টা তৃতীয় উইলিয়াম কর্তৃক বয়নির যুদ্ধে (১৬৯০) ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

দ্বিতীয় জেমসের পরাজয়ের মানেই ছিল এখন থেকে কাথলিকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ও প্রটেস্ট্যান্ট শাসনের প্রতি প্রচ্ছন্ন বিশ্বাসঘাতকরূপে গণ্য হওয়া। আর এ কারণেই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাদেরকে কয়েকটি নির্মম দণ্ডবিধির শিকার হতে হয়, কেননা উক্ত বিধিগুলো প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিল (ভিক্টরীয় যুগের ঐতিহাসিক ডব্লিউ, ই. এইচ. লেকির কথায়) "তাদেরকে গরীব করা ও গরীব ক'রে রাখা ... তাদেরকে দাসোচিত শ্রেণীতে অধঃপতিত করা"।

আয়ারল্যাণ্ডের এ্যাংলিকান মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত মর্যাদাই অক্ষুণ্ন রাখে, যদিও মূলতঃ তার মধ্যে রয়েছে শুধু একটা ক্ষুদ্র প্রটেস্ট্যান্ট ভূমি মালিক শ্রেণী, যারা তখন দেশ শাসন করে। জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশই তখন সমস্ত দুঃখ-ক্লেশ সত্ত্বেও কাথলিকই থেকে যায়। এ সময় প্রেসবিটারিয়ান মণ্ডলী উলষ্টারে স্কট বসতিস্থাপনকারীদের বংশধরদের মাঝে অত্যন্ত জোরালো ছিল।

দুই মণ্ডলী

কাথলিক মণ্ডলী যে ব্যাপকভিত্তিক সমর্থন পেয়ে আসছিল, তা এবং সরকারী নিষ্ক্রিয়তা ১৭৩০ এর দশকের সক্রিয় নির্যাতনের অবসান এনে দেয়। কাথলিক মণ্ডলী গোপনে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীর কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়, এমনকি প্রকাশ্যে বিভিন্ন ধর্মসংঘও বজায় রাখে। রোম নির্বাসিত স্টুয়ার্ট রাজবংশের প্রতি ক্রমান্বয়ে এর সমর্থন প্রত্যাহার করে বলে কাথলিক মণ্ডলী সরকারের নিকট অপেক্ষাকৃত কম রাজনৈতিক হুমকি বলে মনে হতে থাকে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ হতে গ্রেট ব্রিটেন উপলব্ধি করে তার রয়েছে একটি বিশাল ঔপনিবেশিক কাথলিক জনগোষ্ঠী, যা
[২০৪] একদা ফরাসী কানাডা বলে পরিচিত ছিল। এই বাস্তবতা আইরিশ কাথলিকদের প্রতি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গি নমনীয় করতে বাধ্য করে। ফলে কয়েকটি সরকারী পদক্ষেপ মণ্ডলীর অবস্থানকে সহজ ক'রে তুলেছিল, যদিও এখনও দারিদ্র্য-পীড়িত ভাগচাষীদের মধ্যে লৌকিক অশান্তির বিরুদ্ধে কঠোর আইন বলবৎ আছে। আপাতবিরোধী সত্য হলেও এই অশান্তি চাপে-পড়া প্রটেস্ট্যান্ট ও কাথলিকদেরকে তাদের ভূমি অধিকারীদের অতিরিক্ত দাবি/আদায়ের বিরুদ্ধে প্রায়ই ঐক্যবদ্ধ করে।

তা সত্ত্বেও কাথলিকদের রাজনৈতিক তৎপরতা আবারও প্রটেস্ট্যান্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধনী-গরীব সবাইকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। প্রটেস্ট্যান্টবাদকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ডাবলিনে সর্বপ্রথম অরেঞ্জ লজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এরই পরের বছর ফরাসী বিপ্লবের ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত একটি কাথলিক বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে আইরিশ সমাজে পুরানো তিক্ততা পুনরুজ্জীবিত হয় ও উপদলীয় বিভেদ জোরদার করে।

[২০৪] পোপপন্থীরা কেন ক্ষুব্ধ ?

যোসিয়া হর্ট (? ১৬৭৪-১৭৫১) ছিলেন তুয়ামের ধর্মপ্রদেশের অধিকারভুক্ত আইরিশ এলাকার এ্যাংলিকান মহাধর্মপাল। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমস্-এর বা ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের দাবিদার তাঁর বংশধরদের সমর্থক ও কাথলিকদের সমর্থিত স্কটল্যাণ্ডের বিদ্রোহের পটভূমিতে তিনি তাঁর পালকীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করেন তাঁর ধর্মপ্রদেশীয় যাজকের উপর। আইজাক ওয়াটস্-এর ন্যায় বড় মাপের ব্যক্তিত্বসহ হর্টের অনেক প্রটেস্ট্যান্ট ভিন্নমতাবলম্বী বন্ধু-বান্ধব ছিল। নীচের অনুচ্ছেদটিতে আমরা কাথলিকদের প্রতি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে লড়াইরত তার পক্ষপাতহীন মনের পরিচয় পাই।

"আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন আমি কাথলিকদের প্রতি আক্রমণাত্মক আচরণ করার জন্য আপনাদের লোকদের প্ররোচিত করছি না, কেননা তারা এ সময় শান্ত ও সরকারের প্রতি অনুগত থাকার পর্যাপ্ত অঙ্গীকার ও প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছে। আমি আশা করি তারা সত্যিই আগ্রহী। অবশ্য বুদ্ধির কাজ হল মন্দের নিরোধকল্পে সতর্ক থাকা আর শ্রেয়ের প্রত্যাশা করা। আর আমি নিশ্চিত যে, তাদের আরও বেশী বিশ্বাস করা যাবে যখন তারা আত্মরক্ষার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত দেখতে পায় ... আপনাদের একমাত্র করণীয় হবে তাদের বাড়িতে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করা এবং প্রীতিপূর্ণ যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের দেখিয়ে দেয়া যে, তাদের সত্যিকারের উপকার কোথায় নিহিত রয়েছে ... অকপটে জিজ্ঞাসা করতে পারেন তারা শান্ত ও কলহমুক্ত থাকার পর থেকে আজ পর্যন্ত তাদের মানুষ ও সহায়-সম্পত্তি নিরাপদ ছিল কিনা ... তাদের প্রটেস্ট্যান্ট ভূমি-অধিকারী ও প্রভুরা তাদের পোপপন্থী প্রভুদের মতই কি তাদের প্রতি সদয় আচরণ করেন না ? আর, তাদের নিজ ধর্মের লোকদের চাইতে প্রটেস্ট্যান্টদের নিকট থেকে কি তাদের দীন-দরিদ্রেরা বেশী সাহায্য লাভ করছে না ? তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি প্রণীত হয়েছে সত্য, কিন্তু তা হয়েছে প্রধানতঃ তাদের যাজকদের জন্য, তাদের বিপজ্জনক চিন্তাধারার মূলনীতি ও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সরকারের রক্ষার্থে; কিন্তু বিপুল সংখ্যক পোপপন্থীর এ সমস্ত বিধির বিষয়ে অনুভূতি কি ? ... এখন, এ সবই যদি অনস্বীকার্য সত্য হয়ে থাকে, তাহলে কোন নিরহঙ্কার ও যুক্তিপরায়ন পোপপন্থী এর বেশী আর কি আশা করতে পারে, এবং কিভাবেই সে ক্ষুব্ধ হতে পারে ?

॥৪ ॥ইভানজেলিক্যাল পুনর্জাগরণ

নতুন ধর্মীয় গোষ্ঠী

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজদের ধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য যদি হয়ে থাকে এর 'নিম্নমান' -এর আধ্যাত্মিকতা, তবে যে সব উদ্দীপনা ও প্রেরণা ইভানজেলিক্যাল পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সূচনা ঘটিয়েছিল, সেগুলো এই ধরনের মন-মানসিকতার প্রতি প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা যেতে পারে।

ইভানজেলিক্যাল প্রণোদনা লোকদের আত্মাকে মুক্ত করতে উদগ্রীব ছিল এবং অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। তার বিবেচনায় উক্ত লক্ষ্য অর্জনের পথে যেসব প্রতিবন্ধক লক্ষ্য করে সেগুলি প্রচলিত মণ্ডলীসমূহই খাড়া করেছিল।

কিছু কিছু ইভানজেলিক্যাল মনে করেন তারা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে ইংল্যাণ্ডীয় মণ্ডলীর কাঠামো কাজে লাগাতে পারবে, কিন্তু কেউ কেউ এর বাইরে নতুন নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে, বিশেষভাবে সেই শৌর্যবীর্যের মহা বিস্ফোরণের সময় যা মেথডিজম নামে পরিচিতি লাভ করে এবং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যার ক্রমবিকাশ চলতে থাকে। একই প্রণোদনা প্রটেস্টান্ট ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠীর অনেকটা অনড় জগতে নতুন প্রাণ সঞ্চারও করে। ইভানজেলিক্যালিজম প্রটেস্টান্ট ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের অত্যুৎসাহী নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের কথা মনে করিয়ে দেয় ঃ তারা তো রাণী প্রথম এলিজাবেথের মণ্ডলীর আপোষকামিতার প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠেছিল এবং পিউরিটানবাদে ইন্ধন যুগিয়েছিল। কাজেই দ্বিতীয় চার্লসের পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ্যাংলিকান পুনর্জাগরণ আন্দোলন আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত শোচনীয় পরাজয় বরণ করলেও পিউরিটানদেরকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইভানজেলিক্যালদের আধ্যাত্মিক পূর্বপুরুষরূপে গণ্য করা যেতে পারে।

নতুন প্রেরণার ঠিক আরম্ভটা চিহ্নিত করা কঠিন। তবে একটা উৎস অবশ্যই স্বেচ্ছাসেবী ধর্মসংঘগুলো, যেগুলো ১৬৮০-এর দশক হতে অনেকটা সমকালীন জার্মান ভক্তিবাদী আন্দোলনের Collegia pietatis-এর মতই ইংল্যাণ্ডীয় মণ্ডলীতে গড়ে উঠেছিল (১৬শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। নিঃসন্দেহে ভক্তিবাদের একটি বিশেষ দিক ছিল যা ইভানজেলিক্যালিজমের শুরুর সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত ঃ কাউন্ট জিনজেনডর্ফ-এর মোরাভিয়ান ভ্রাতৃগণের উল্লেখযোগ্য বিশ্বব্যাপী মঙ্গলবাণী প্রচারকার্য, যারা ১৭২০-এর দশকে ইংরেজ ধর্মসংঘগুলোর সঙ্গে সর্বপ্রথম যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং পরে আমরা দেখব তাঁরাই জন ওয়েস্‌লির ধর্মসেবাকাজের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করবেন। তাঁদের অবদানের পাশাপাশি ছিল একজন সৃজনশীল প্রতিভাধর জর্জ হুয়াইটফিল্ডের (১৭১৪-৭০) কাজ। তাঁর ধর্মোপদেশগুলো বৃটেন ও আমেরিকার ধর্মসমাজগুলোকে সমভাবে চমকিত করবে; তাঁর সতীর্থত্বে যে দু'ভাই ক্রমশঃ অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন, তারা হলেন যথাক্রমে জন ও চার্লস ওয়েস্‌লি (১৭০৩-৯১ ও ১৭০৭-৮৮)। উক্ত তিনজনই ইংল্যাণ্ডীয় মণ্ডলীর যাজক হন ও থেকে যান, কিন্তু হুয়াইটফিল্ড ও জন ওয়েস্‌লি দু'জনই ইংল্যাণ্ডীয় মণ্ডলীর বাইরে আলাদা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।

ওয়েস্‌লি ভ্রাতৃদ্বয়

ওয়েস্‌লি ভ্রাতৃদ্বয় একটি ধর্মযাজকের পরিবার থেকে এসেছিলেন। এই গোষ্ঠীর এমন কয়েকজন পালক ছিলেন যারা ১৬৬০-২ খ্রীষ্টাব্দের এ্যাংলিকান বিজয়ের ফলশ্রুতিতে মণ্ডলী হতে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মা-বাবা ছিলেন ধর্মপ্রাণ হাই চার্চ এ্যাংলিকান এবং মিসেস সুজান্না ওয়েস্‌লি তার জীবনের অনেকটাই ছিলেন একজন অ-শপথকারী। তাঁদের বাবার ধর্মপল্লীর বাসভবনে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত এবং সম্ভবতঃ অতিরিক্ত আবদ্ধ পারিবারিক জীবন থেকে বেরিয়ে ভ্রাতৃদ্বয় চলে যান অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে গিয়ে তাঁরা ধর্মীয় ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসুক একটি যুব দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন যারা 'পুণ্য ক্লাব' উপনাম আখ্যা লাভ করেছিল। উক্ত যুবদলের আর একটি অত্যন্ত বিশিষ্ট ভবিষ্যৎ বিকাশধারা সংবলিত উপাধি দেওয়া হয়েছিল 'মেথডিষ্ট'। এই অক্সফোর্ডেই ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে হুয়াইটফিল্ডের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় – হুয়াইটফিল্ড তখন গ্লোসেস্টার থেকে আগত একজন দারিদ্র্য-পীড়িত সামান্য ছাত্র ছিলেন। হাই চার্চ গোষ্ঠীর ভক্তিমূলক ঐকান্তিকতা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ওয়েস্‌লি ভ্রাতৃদ্বয় যাজকপদে অভিষিক্ত

হন এবং স্বেচ্ছায় নব ইংরেজ আমেরিকান উপনিবেশ জর্জিয়ায় ধর্মপ্রচারকরূপে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমেরিকার উদ্দেশে ঝড়-ঝঞ্ঝাময় সমুদ্রযাত্রার সময় মোরাভীয়দের সঙ্গে জনের প্রথম দেখা হয়। এই মোরাভীয়রাই বিপদের মুখেও তাদের ধর্মানুরাগ ও স্থিরতা দ্বারা জনকে ভীষণভাবে অভিভূত করে ফেলেন। অপরদিকে কিন্তু নতুন উপনিবেশের উত্তাল জীবনের পালকীয় সমস্যাবলীর জটিলতাকে সামাল দেবার ক্ষেত্রে জনের আনাড়িপনার কারণেই মূলতঃ জর্জিয়ার দুঃসাহসিক অভিযানটি ছিল একটি বিপর্যয়স্বরূপ। ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে শাস্তি দ্বারা অনেকটা সংশোধিত হয়ে মোরাভীয়দের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে জন আপন অবস্থান বা লক্ষ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন হন ঃ ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের অভিজ্ঞতাকে তিনি 'মন পরিবর্তন' বলে অভিহিত করেন।

[২০৫] 'এ্যালডার্সগেট অভিজ্ঞতা' জন ওয়েস্‌লির সেবাকার্যের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এবার জার্মান ইভানজেলিক্যাল ঐতিহ্য তাঁর এ্যাংলিকান কাথলিক ধর্মমার্গে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য একটি নতুন উপাদান নিয়ে আসে এবং বৃটিশ পরিস্থিতির সুযোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই জোরালো সংমিশ্রণ তাঁকে একটি সম্পূর্ণ নতুন পথের দিকে চালিত করে। ওয়েস্‌লি তাঁর এই মুক্তির বার্তা যত বেশী সংখ্যক মানুষের নিকট সম্ভব নিয়ে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হন। ইংল্যাণ্ডীয় মণ্ডলীর জরাজীর্ণ সংগঠনের দরুণ তার এই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি নিজস্ব একটি পথে চলতে বাধ্য হন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কিছুটা আত্মপ্রত্যয়হীনভাবে হাটে-ময়দানে বাণী প্রচারে জর্জ হুয়াইটফিল্ডের নেতৃত্ব মেনে চলে প্রকাশ্য প্রচারণা দ্বারা সৃষ্ট মানুষের আবেগপূর্ণ সাড়াদান দেখে তিনি যারপরনাই অবাক হন। স্পষ্টতঃ মানুষদের মুক্তি লাভের জন্যই ব্যাকুল আশা তিনি পূরণ করেছেন যা নাকি প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো করতে পারছে না।

মেথডিষ্ট সংগঠন

অচিরেই ওয়েস্‌লি হাজার হাজার ঐকান্তিক বিশ্বাসীদেরকে ধর্মীয় সংঘে সংগঠিত করতে শুরু করেন, এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। এরূপ বিন্যাস ও প্রয়োজনীয় সহায়তাকারী ভ্রাম্যমান বাণীপ্রচারক সম্বলিত একটি আন্দোলনের অর্থসংস্থানের জন্য এবং তাঁর জনগণকে স্থায়ী ভিত্তিতে আধ্যাত্মিক যত্ন-পরিচর্যা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে একটি শ্রেণী বিন্যাসরীতি উদ্ভাবন করেন। এই শ্রেণীবিন্যাসের প্রত্যেকটিতে একজন করে নেতা রয়েছে এবং মঙ্গলবার্তা প্রচারের জন্য এক ধরনের বিনিময়কারী আঞ্চলিক সংঘ আছে যা এই দলগুলোকে সংযুক্ত করে। সকলেই কিন্তু প্রকারান্তরে একটি কেন্দ্রীয় বাণীপ্রচার সম্মিলনীর নিকট দায়ী থাকে। মেথডিজমের এরূপ সযত্নে সংগঠিত ও কেন্দ্রীভূত ধর্মীয় সংগঠন কিছুটা স্মরণ করিয়ে দেয় কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সমস্ত বড় বড় ধর্মীয় আন্দোলনসমূহের কথা। মেথডিজম (বিশেষ ক'রে চার্লস ওয়েসলির প্রেরণাদায়ী ধর্মসঙ্গীতের মাধ্যমে) ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতিকে জাগাতে চেষ্টা করেন বলে কাথলিক খ্রীষ্টান ঐতিহ্যের খানিকটা পুনরাবিষ্কার স্পষ্ট করে তোলে; ধর্মসংস্কার-আন্দোলন ইংরেজদের ধর্মীয় জীবনে এই ঐতিহ্যকে ঝাপসা করে ফেলেছিল।

এ্যাংলিকানদের প্রতিক্রিয়া

কিছু সংখ্যক এ্যাংলিকান ধর্মপল্লীর যাজকও ইভানজেলিকাল উন্মাদনায় ভেসে গিয়েছিলেন, এবং সানন্দেই ওয়েস্‌লির সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। ইয়র্কশ্যায়ারের অন্তর্গত হাওর্থ-এর উইলিয়াম গ্রিমশ-এর (১৭০৮-৬৩) মত অদম্য চরিত্রের মানুষ গোটা ধর্মপল্লীকে মেথডিষ্ট যাজক বিনিময়কারী আঞ্চলিক সংঘে পরিণত করার মত চরিত্রবল ছিল। তবে অনেক যাজকই এরূপ প্রথাবিরোধী উদ্যোগে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও এর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন, যা এ্যাংলিকানবাদের প্রতি ওয়েস্‌লির ভয়ানক আনুগত্য সত্ত্বেও মণ্ডলীর কাঠামো থেকে আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। উপাসনালয় স্থাপন সংক্রান্ত ইংরেজ আইনের বিধানগুলো ছিল এমনই যে, ওয়েস্‌লি তাঁর ক্রমবর্ধমান সংখ্যক গির্জাকে ভিন্নমতাবলম্বী সভাগৃহরূপে নিবন্ধিত করতে বাধ্য হয়েছিলেন। একই সময় এ্যাংলিকান মণ্ডলীর সঙ্গে এক চূড়ান্ত বিচ্ছেদের জন্য তিনি নিজে দায়ী ছিলেন যখন তিনি তাঁর নিজ উদ্যোগে যাজকদের অভিষিক্ত করতে শুরু করেন। এর প্রয়োজনটা ছিল অত্যন্ত গুরুতর, কেননা উপনিবেশ স্থাপনকারীরা তাদের স্বাধীনতার জন্য বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে (১৭৭৬-৮৩) সফল হওয়ার পর উত্তর আমেরিকায় তাঁর মেথডিষ্ট জনগণের দুরবস্থাই ছিল অমনটা করার প্রধান কারণ। ওয়েস্‌লি খ্রীষ্টীয় জীবনের জন্য খ্রীষ্টপ্রসাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য সম্পর্কে দৃঢ়

বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন সাবেক উপনিবেশগুলো বৃটিশদের পরাজয়ের পরিণামস্বরূপ অধিকাংশ এ্যাংলিকান যাজককেই হারিয়েছিল (সরকারী প্রতিবন্ধকতার কারণে উত্তর আমেরিকায় কোন এ্যাংলিকান ধর্মপাল কখনোই ছিল না)। আর এ কারণেই তিনি তাঁর নিজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেরিকার 'তত্ত্বাবধায়ক'রূপে সর্বপ্রথম ডঃ টমাস কোককে (১৭৪৭-১৮১৪) অভিষিক্ত করেন।

আমেরিকায় মেথডিজম

ওয়েস্‌লি আদৌ খুশী হননি যখন কোক ও তাঁর সহকর্মী ফ্রান্সিস এ্যাসবারি (১৭৪৫-১৮১৬) তাঁদের নিজ উদ্যোগে তত্ত্বাবধায়কের পরিবর্তে তাঁর অনুকরণে 'ধর্মপাল' আখ্যা/উপাধি গ্রহণ করেন। এর ফল দাঁড়িয়েছিল যে, বৃটিশ ঐতিহ্যের মেথডিজমে কখনও সে রকম না হলেও আমেরিকান মেথডিজম কিন্তু বরাবরই সাংগঠনিক দিক দিয়ে ধর্মপাল শাসিত থেকে যায়। যদিও বা শেষোক্ত ব্যবস্থায় ধর্মপালদের প্রৈরিতিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় কোন শিক্ষা নেই। সে যা-ই হোক, তাঁর অপেক্ষাকৃত সাবধানী ভাই চার্লসের প্রতিবাদ সত্ত্বেও জনের আশঙ্কা বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের

[২০৫] জন ওয়েস্‌লি

ওয়েস্‌লির মন পরিবর্তন

১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে জন ওয়েস্‌লির মন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা লাভের তারিখ হিসেবে মেথডিজমে বরাবরই একটি বিশেষ সম্মানের আসন দেওয়া হয়ে আসছে। কিন্তু আধুনিক ইতিহাসবিদ্‌দের মধ্যে এটাকে পর্যায়ক্রমিক আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার একটি পর্যায় রূপেই মাত্র দেখার ঝোঁক বেশী পরিলক্ষিত হয়। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে বিচার করলে উল্লিখিত অভিজ্ঞতাটি ওয়েস্‌লির বেলায় এ্যাংলিকান উপাসনা অনুষ্ঠানের মধ্যে শুরু হয়েছিল বলে মনে হয় এবং জার্মান ধর্মসংস্কার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শ্রবণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায়। এ্যালডার্সগেটের ধর্মসমাজটির মোরাভীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

"বিকালে আমাকে সাধু পলের ক্যাথিড্রালে (সান্ধ্য উপাসনার সঙ্গীতের জন্য) যেতে বলা হয়। সেখানে স্তবগীতির কথাগুলো ছিল এ রকম ঃ 'অন্তরের অন্তঃস্থল হতে আমি তোমায় মিনতি জানাই, ওগো প্রভু ঃ প্রভু আমার রব শোন তুমি ...।' সন্ধ্যায় আমি অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ্যালডার্সগেট স্ট্রীটের একটি ধর্মসমাজে গেলাম যেখানে কেউ একজন লুথার রচিত 'রোমীয়দের নিকট ধর্মপত্র'-এর ভূমিকাটি পাঠ করছিলেন। প্রায় পৌনে ন'টার দিকে যখন তিনি খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বর মানব হৃদয়ে যে পরিবর্তন ঘটান, তার কথা বর্ণনা করছিলেন, তখন আমি অনুভব করলাম আমার অন্তঃকরণ অদ্ভুতভাবে উষ্ণ হয়ে উঠেছে। আমি অনুভব করলাম আমি খ্রীষ্টে, মুক্তির জন্য একমাত্র খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর এতে আমাকে আশ্বাস দেয়া হয় যে, তিনি আমার যত পাপ, ঠিক আমারই পাপ ক্ষমা করেছেন, এবং পাপ ও মৃত্যুর আইন থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন।"

ওয়েস্‌লির প্রচার

"বৃহস্পতিবার ২৬শে এপ্রিল, ১৭৩৯ – যখন আমি নিউগেটে এই কথাগুলোর উপর প্রচার করছিলাম, 'যে বিশ্বাস করে সে লাভ করে শাশ্বত জীবন', কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ব্যতিরেকে আমি অচেতনভাবে জোরালো ও সুস্পষ্টভাবে বলে উঠলাম ঈশ্বর চান 'সকল মানুষ মুক্তিলাভ করুক'; এবং এই প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ হই যে, 'এটা যদি ঈশ্বরের বিষয়ে সত্য না-ই হয়, তাহলে তিনি অন্ধকে তার পথে যেতে কষ্ট পেতে দিতেন না; কিন্তু তা-ই হলে তিনি তাঁর কথার সাক্ষ্যদান করতেন'। সঙ্গে সঙ্গে একজন, এরপর অন্য একজন, তারপর আরও একজন মাটিতে ঢলে পড়ল; তারা বজ্রাহত মানুষের ন্যায় পতিত হল। তাদের একজন উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠল। আমরা তার পক্ষে ঈশ্বরের নিকট অনুনয় করি; তিনি তার ভারকে আনন্দে পরিণত করল। দ্বিতীয় আর একজন মনোকষ্টে জর্জরিত ছিল, আমরা তার জন্য ঈশ্বরের কাছে আবেদন করলাম; আর তিনি তার হৃদয়ে শান্তিসুধা বর্ষণ করলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি আবারও 'খ্রীষ্ট সকলের মুক্তিপণ স্বরূপ নিজেকে দান করেছেন'– এ কথাটি বলার জন্য অন্তরে তাগিদ বোধ করলাম। এতে তাঁর সমর্থন/বর লাভ করার জন্য তাঁকে আহ্বান করার ঠিক আগে তিনি সাড়া দেন। একজন আত্মার খড়্গ দ্বারা এমনভাবে আহত হয় যে, আপনি হলে ভেবেই বসতেন সে এক মুহূর্তও বাঁচবে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুপ্রচুর দয়া প্রদর্শিত হয়, আর সে তাতে উচ্চৈঃস্বরে তাঁর ধর্মময়তার গান গাইতে থাকে।"

ওয়েস্‌লি ও একজন ধর্মপাল

ব্রিস্টলের ধর্মপাল যোসেফ বাটলার (১৬৯২-১৭৫২) ছিলেন একজন বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ধর্মযাজক এবং একজন বিশিষ্ট দার্শনিক। কিন্তু জন ওয়েস্‌লির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎটা সফলতার মুখ দেখতে পায়নি, যেমনটা নিম্নলিখিত সাক্ষাৎকারটিতে (১৮ই আগষ্ট, ১৭৩৯) দেখতে পাওয়া যায়। তবে এটা বিশেষ লক্ষ্যণীয় যে, আসলে যা ঘটেছিল, ওয়েস্‌লির নিজের স্মৃতি থেকে তা নীচে বলা হয়েছে।

→

মধ্যে কঠিন পালকীয় প্রয়োজনগুলো মোকাবিলার জন্য তাঁকে আরও অভিষেক দান করা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তাঁর কার্যকলাপের দরুণ প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর সঙ্গে মেথডিষ্টদের বিচ্ছেদ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ওয়েস্‌লি তা এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর ওয়েস্‌লীয় সম্মেলন উক্ত বিচ্ছেদ ঘটাতে বাধ্য হয়েছিল [কেননা নিজেকে একটা "স্বতন্ত্র মণ্ডলী" না বলে বরং একটি 'জনসংযোগ' রূপে আখ্যায়িত করার দরুণ দীর্ঘকালের একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি চলছিল]।

বৃটেনে মেথডিষ্ট কার্যকলাপ সম্প্রসারিত হতে থাকলে এরূপ একটা তেজস্বী বর্ধনশীল আন্দোলন অনেক ভাঙ্গনের কারণ হয় এবং বিভিন্ন নতুন নতুন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে – শেষ পর্যন্ত এসব সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সংযুক্ত হয়।

হান্টিংডনের জনসংযোগের কাউন্টেস

জর্জ হুয়াইটফিল্ড এ ধরনের কোন বিশাল সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেননি। তবে ধর্মপ্রাণ ইংরেজ অভিজাত মহিলা হান্টিংডনের কাউন্টেস সেলিনার (১৭০৭-৯১) সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার মাধ্যমে হান্টিংডনের জনসংযোগের কাউন্টেস নামে

➡ (বাটলার) – " মিঃ ওয়েস্‌লি, আমি আপনার সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলব। এক সময় আমি আপনাকে ও মিঃ হুয়াইটফিল্ডকে সদিচ্ছাপ্রণোদিত মানুষ বলেই মনে করতাম; কিন্তু এখন আমি তা ভাবতে পারছি না। কেননা আমি আপনাদের সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি ঃ তা সত্যি কথা নিশ্চয়ই। আর মিঃ হুয়াইটফিল্ড তো তাঁর দিনপঞ্জীতে লিখেছেনই ঃ 'আমার মধ্যে এখনও কিছু প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করা বাকী রয়ে গেছে।' মশাই, অসাধারণ প্রত্যাদেশ ও পবিত্র আত্মার বিভিন্ন আত্মিক দান লাভের ভান করা একটা ভয়ানক জিনিস – সত্যিই একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

(ওয়েস্‌লি) – দেখুন, বিশপ মশাই, মিঃ হুয়াইটফিল্ড যা বলেছেন, তার জন্য মিঃ হুয়াইটফিল্ডই দায়ী, আমি নই। আমি অসাধারণ প্রত্যাদেশ কিংবা পবিত্র আত্মার আত্মিক দান লাভের কোন ভান করছি না। প্রতিটি খ্রীষ্টান যা পেতে পারে এবং যা পাবার জন্য প্রার্থনা করে, তাছাড়া অন্য কিছুর পাবার ভান আমি করি না ... কিন্তু দয়া করে, বিশপ মশাই, বলুন আপনি কি কি শুনেছেন ?

(বা:) – আমি শুনেছি আপনি নাকি আপনার ধর্মসমাজে বিভিন্ন পুণ্য সংস্কার প্রদান করছেন।

(ও:) বিশপ মশাই, এ যাবৎ আমি কখনোই তা করিনি, এবং আমার বিশ্বাস কোনদিন তা করবও না।

(বা:) আমি এ-ও শুনেছি অনেক মানুষই নাকি আপনার ধর্মসমাজের উন্মাদাবেশে পড়ছে আর আপনি নাকি তাদের উপর হাত রেখে প্রার্থনাও করছেন।

(ও:) হ্যাঁ, আমি তা করি যখন কেউ কেউ প্রবল চিৎকার ও কান্নার মাধ্যমে প্রকাশ করে যে, তাদের আত্মায় গভীর যন্ত্রণা রয়েছে। আমি প্রায়ই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তাদের এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করেন, আর সেই ক্ষণে আমাদের প্রার্থনা প্রায় গ্রাহ্য হয়।

(বা:) বাঃ, দারুণ অসাধারণ কাণ্ড, সত্যিই ! দেখুন মশাই, যেহেতু আপনি আমার পরামর্শ চাইছেন, তাই আমি আপনাকে তা অত্যন্ত অকপটভাবেই দেব। আপনার এখানে কোন কাজ নেই, এই ধর্মপ্রদেশে আপনাকে ধর্মপ্রচারের কোন দায়িত্ব প্রদান করা হয়নি। কাজেই, আমি আপনাকে এখান থেকে চলে যেতেই পরামর্শ দেব।

(ও:) বিশপ মশাই, আমি যত ভাল কাজ করতে পারি, তা করাই এই পৃথিবীতে আমার কাজ। কাজেই, যেখানেই আমি মনে করব আমি বেশী ভাল কাজ করতে পারব, আমাকে সেখানেই থাকতে হবে, যতক্ষণ মনে করব আমি ভাল কাজ করতে পারব, ততক্ষণই আমাকে তা ক'রে যেতে হবে। বর্তমানে আমি মনে করি আমি এখানেই সর্বাধিক ভাল কাজ করতে পারব; তাই, আমি এখানে আছি। আমার প্রচার করা সম্বন্ধে যদি বলতে হয়, মঙ্গলসমাচারের একটি নির্দেশ আমার উপর বর্তেছে। ধিক, আমার, যদি না আমি বাসযোগ্য এই পৃথিবীতে যেখানেই থাকি সেখানে মঙ্গলবার্তা প্রচার করি। বিশপ মশাই নিশ্চয় অবগত আছেন, একজন যাজকরূপে অভিষিক্ত হয়ে যে দায়িত্ব আমি লাভ করেছি তাতে আমি বিশ্ব মণ্ডলীর একজন যাজক। আর একটি কলেজের ফেলোরূপে (লিংকন কলেজ, অক্সফোর্ড) অভিষিক্ত হয়ে আমি কোন নির্দিষ্ট স্থানের আধ্যাত্মিক পরিচর্যার ভারপ্রাপ্ত হয়নি, কিন্তু ইংল্যাণ্ডীয় মণ্ডলীর যে কোন অঞ্চলে ঐশ বাণী প্রচার করার অনির্দিষ্ট কর্তব্যভার পেয়েছি। কাজেই আমি মনে করি না এই কর্তব্যভার বলে এখানে ধর্মপ্রচার করে আমি কোন মানবীয় আইন ভঙ্গ করছি যখন আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে আমি তা-ই করছি, তখনই এ কথা জিজ্ঞাসার উপযুক্ত সময় হবে, 'আমি কি মানুষের নাকি ঈশ্বরের কথা মেনে চলব ?' কিন্তু যদি কোন সময় আমার মনে এই মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম হয়, ব্রিস্টলের চেয়ে অন্য কোন স্থানে ঈশ্বরের গৌরব ও মানবাত্মার পরিত্রাণের কাজ আরও বেশী এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব, সেই মুহূর্তে ঈশ্বরের সহায়তায় আমি এখান থেকে চলে যাব, তার আগে নয়।"

অনুচ্ছেদগুলো উদ্ধৃত হয়েছে জন ওয়েস্‌লির জার্ণাল, লণ্ডন ১৯০৯, ১ম খণ্ড ৪৭২-৩; ২য় খণ্ড, ১৮৪, ২৫৬-৭ থেকে।

পরিচিত ছোট মণ্ডলী প্রতিষ্ঠায় তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। জন ওয়েস্লির মেথডিস্টদের মত অনেকটা একই কারণে এ্যাংলিকান মতাদর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন এই উপশাখা হুয়াইটফিল্ডের কঠোর ক্যালভিনবাদ অনুসরণ করে ঃ এতে হুয়াইটফিল্ডের ও ওয়েসলীয়দের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বিবাদ গড়ে উঠে, কেননা ওয়েস্লিরা তাদের এ্যাংলিকান কাথলিক পটভূমির প্রতি বিশ্বস্ত থেকে সার্বজনীন মুক্তি সাধনের কাজে অবিচল বিশ্বাসী হয়ে থাকে (আর্মেনীয়)।

॥৫ ॥আমেরিকায় 'জাগরণ'

ঝগড়া বিবাদ ও বাদানুবাদ

হুয়াইটফিল্ড বৃটেনের কাহিনীর সঙ্গে যতটা, আমেরিকান ইভ্যানজেলিক্যালিজমের কাহিনীর সঙ্গেও ততটা জড়িয়ে আছেন, কেননা বাণীপ্রচারে তাঁর বিরাট প্রতিভার লক্ষণীয় প্রভাব আমেরিকাতেও পড়েছিল। বৃটিশ আমেরিকার তেরটি উপনিবেশে 'ধর্মীয় জাগরণ' বৃটিশ ইভানজেলিক্যালিজমে যা যা ঘটছিল তার সঙ্গে এবং উত্তর আমেরিকায় "মহাদেশীয় লুথারান ধর্মসংঘগুলোর" উপস্থিতির মাধ্যমে জার্মান ভক্তিবাদের পুরানো আন্দোলনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তবে আমেরিকার স্বাতন্ত্র্যসূচক একটি মাত্রাও ছিল আর তা ছিল – উপনিবেশগুলোর শিকড় প্রোথিত গভীরভাবে পিউরিটান ভাবধারাপুষ্ট স্বপ্নে অর্থাৎ এমন ধর্মপরায়ন নতুন কমনওয়েলথ গঠন করা যা আদি ইংল্যাণ্ডের দুর্নীতি প্রতিকার করবে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে এ স্বপ্নগুলোকে অত্যন্ত মামুলি বা আকর্ষণহীন বলে মনে হতে থাকে এবং অনেকে উপলব্ধি করতে থাকে নিউ ইংল্যাণ্ডের ক্যালভিনপন্থী কংগ্রেশনালিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের গতিপথ হারিয়ে ফেলেছে। তা সত্ত্বেও ১৭২০-এর দশকে এই একই ক্যালভিনপন্থী উন্মাদনা – যা আদি উপনিবেশগুলোকে দারুণভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল – নতুন শক্তি সঞ্চার করতে শুরু করেছিল এবং প্রায়ই নতুন নতুন বিবাদে জড়িয়েও পড়ছিল !

গিলবার্ট টিনেন্ট (১৭০৩-৬৪) কর্তৃক পরিচালিত মিডল কলোনির একদল প্রেসবিটারিয়ান পালক মণ্ডলীর জীবনে ব্যক্তিগত মন পরিবর্তনের গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেন। তারা অনেকটা সমসাময়িক ধর্মের রীতিনীতি ও অনুষ্ঠানাদির আচারনিষ্ঠ রূপে যা দেখে আসছেন, তারই প্রতি প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই বিতর্ক শুরু করেন। তারা অপ্রত্যাশিতভাবেই জর্জ হুয়াইটফিল্ডের মধ্যে একজন শক্তিশালী মিত্রকে খুঁজে পেয়েছিলেন যখন তিনি
১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পরপর কয়েকটি লক্ষণীয় প্রচারযাত্রা শুরু করেছিলেন এবং প্রায়ই খোলা জায়গায় বিরাট বিরাট [২০৬]
জনতার কাছে ভাষণ দিয়ে তাদের সান্নিধ্যে আসছিলেন।

হুয়াইটফিল্ডের ধর্মোপদেশগুলোর দ্বারা সৃষ্ট উগ্র উন্মাদনার দৃশ্যগুলো (যদিও তিনি এ ধরনের আবেগের বিস্ফোরণ বা বহিঃপ্রকাশকে উৎসাহিত করেননি) একটা আবেগপ্রবণতার পরিবেশ সৃষ্টি করে যা পরবর্তীকালে আমেরিকান প্রটেস্টান্ট ধর্মে – ধর্মোৎসাহ বৃদ্ধি প্রচেষ্টার একটি বিশেষত্ব হয়ে থাকবে। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে আমেরিকান প্রটেস্টান্ট ধর্মের এ ধরনের ধর্মীয় আবেগপ্রবণতার রীতি ও অপেক্ষাকৃত সংযত ও ধ্যানমুখী প্রবণতার মধ্যে বিশাল ফাঁকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মিডিল কলোনিগুলোর উত্তর দিকে নিউ ইংল্যাণ্ড জাগরণের নেতৃত্বের ধরণ এটাই স্পষ্ট করে তোলে যে, নিছক সরল মনের আবেগপ্রবণতা বলে এই আন্দোলনকে ব্যঙ্গ-কৌতুক করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন জোনাথন এডুয়ার্ডস্ (১৭০৩-৫৮)। তিনি ছিলেন নিউ ইংল্যাণ্ড কংগ্রিগেশনালিষ্ট ঐতিহ্যের দৃঢ় অনুরাগী, পরবর্তীকালে যা হয়ে ওঠে প্রিন্সটোন বিশ্ববিদ্যালয় তারই প্রেসিডেন্ট এবং যথার্থ দার্শনিক ভাষায় ক্যালভিনবাদের একজন ব্যাখ্যাকারী। হুয়াইটফিল্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করে তিনি খুশীই ছিলেন।

ব্যাপ্টিষ্ট প্রভাব

পুনর্জাগরণ আন্দোলনের সব গতিশীল ধারাই যে টেনেন্ট, হুয়াইটফিল্ড ও এডুয়ার্ডসের ক্যালভিনবাদ সমর্থন করত এমন নয়। দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলোতে ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টির মাধ্যমে মূল ক্রমবিকাশটা হয় ব্যাপ্টিস্টদের মাঝে, যারা প্রধানতঃ ওয়েসলির আর্মেনীয় ঐশতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ছিলেন। বস্তুতঃ স্যাণ্ডি ক্রীক এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে (১৭৫৮) পুনর্জাগরণ আন্দোলন স্বতন্ত্র ব্যাপটিষ্ট নামে পরিচিত একটি নতুন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তনের জন্য দায়ী ছিল। এই সম্প্রদায় পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের ধর্মীয় জীবনের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছিল। পরবর্তী দশকে তেরটি উপনিবেশে মেথডিস্টদের কর্মপ্রচেষ্টার সূচনা ঘটে। একবার ওয়েস্‌লি এর নেতৃত্বদান

[২০৬] আমেরিকায় হুয়াইটফিল্ড

"বৃহস্পতিবার, ২২শে নভেম্বর, ১৭৩৯ ঃ নেশামিনির (ট্রেন্ট থেকে কুড়ি মাইল দূরে অবস্থিত) উদ্দেশে যাত্রা শুরু। সেখানে বাস করেন বৃদ্ধ মিঃ (উইলিয়াম) টেনেন্ট। একটি একাডেমিও তিনি দেখাশুনা করেন। পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচী অনুসারে আজ সেখানে আমার বাণী প্রচার করার কথা ছিল। আমরা এখানে প্রায় বারোটার দিকে এসে পৌঁছি। এসে দেখি তিন হাজারেরও অধিক লোক সভাগৃহ-প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হয়েছে, আর মিঃ উইলিয়াম টেনেন্ট (কনিষ্ঠ) তখন বাণীপ্রচার করছিলেন, কারণ আমাদের সেখানে উপস্থিত থাকার নির্ধারিত সময় তখন পার হয়ে গিয়েছিল। আমি এসে পৌঁছলে তিনি তাঁর ভাষণ থামিয়ে একটি সামসঙ্গীত গান করেন, আর এরপর আমি কথা বলতে শুরু করি। প্রথম প্রথম লোকদের মধ্যে কোন রকম ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। কিন্তু আমার ভাষণের মাঝামাঝি এসে শ্রোতাদের মন গলতে শুরু করে আর তারা বেশ চিৎকারও করতে থাকে। আমার বক্তব্য শেষ হবার পর মিঃ গিলবার্ট টেনেন্ট একটি প্রেরণাবাণী দেন ...

আমাদের ধর্মানুশীলন শেষ হলে পর আমরা বৃদ্ধ মিঃ টেনেন্টের কাছে গেলাম। তিনি আমাদেরকে একজন প্রাচীন কুলপতির ন্যায় আপ্যায়ন করলেন। আমার কাছে মনে হল তাঁর স্ত্রী যেন সেই এলিজাবেথ আর তিনি যেন জাখারিয়। আমি যতটা বুঝতে পারলাম তারা দু'জনেই নিষ্কলুষভাবে প্রভুর বিধি-বিধান মেনে চলেন ... ঈশ্বরবিহিত ব্যবস্থায় মিঃ টেনেন্ট ও তাঁর ধর্মভাইয়েরা ধর্মসভা কর্তৃক একটি নির্বাহী পরিষদ হিসেবে নিযুক্ত হন যাতে তারা উদারপ্রাণ যুবকদের শিক্ষা দান ক'রে প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেতে প্রেরণ করতে পারেন। যে স্থানে তরুণরা এখন পড়াশুনা করছে, সেটাকে অবজ্ঞার সঙ্গে বলা হয় কলেজ । এটি একটি দীর্ঘ ভবন – প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা এবং প্রায় অনুরূপ প্রস্থবিশিষ্ট। আমার কাছে এটাকে ঠিক যেন পুরাকালের প্রবক্তাদের শিক্ষালয়েরই মত মনে হল। ... এই অবজ্ঞাত স্থানটি থেকে সাত কি আটজন যীশুর যোগ্য সেবক সম্প্রতি বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে; আরও কিছু সংখ্যক প্রেরিত হবার জন্য প্রস্তুতি প্রায় শেষ করে এনেছে এবং আরও অনেকের শিক্ষাদানের জন্য এখন একটি ভিত্তি স্থাপন করা হচ্ছে। নিঃসন্দেহে শয়তান তাদের বিরুদ্ধে রোষ কষায়িত করবে, কিন্তু আমি বুঝি কাজটি স্বয়ং ঈশ্বরেরই কাজ এবং তা কোন দিন বিফল হবে না। ইন্দ্রিয়াসক্ত সেবকেরা তাদের প্রবল বিরোধিতা করে। কেননা লোকেরা যখন মিঃ টেনেন্ট কিংবা তাঁর ধর্মভ্রাতাদের দ্বারা চেতনা লাভ করে, তখন তাদের সহায়তায় অতি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে, আর তারা তাদের সেবাকাজ ছেড়ে যায়, এজন্য বেচারা ভদ্রলোকেরা (টেনেন্টের সেবকগণ) মানুষের তাচ্ছিল্যে ভারাক্রান্ত হন; তাদেরকে তখন জগৎ উলট-পালটকারী মানুষরূপে তুচ্ছ করা হয়।

শুক্রবার, ২৩শে নভেম্বর ঃ প্রাণপ্রিয় মিঃ টেনেন্ট ও তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীদের কাছ থেকে বিদায় নিই, কিন্তু আমাদের প্রার্থনায় আমরা প্রকাশ্যে একে অপরকে স্মরণ করব বলে প্রতিশ্রুতি দিই। নেশামিনি থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত আবিনডনের উদ্দেশে যাওয়ার জন্য ঘোড়ায় চড়ি। সেখানে সভাগৃহের দেউড়ির জানালা হতে দু'হাজারের অধিক মানুষের উদ্দেশে মঙ্গলবাণী প্রচার করি। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা এত অধিক সংখ্যক লোক কিভাবে এত স্বল্প সময়ের বিজ্ঞপ্তিতে এসে সমবেত হয়েছে, তা ভেবে অবাক হই। নেশামিনিতে আমার মনে হয় প্রায় এক হাজারের মত ঘোড়া ছিল। তবে লোকেরা ইংল্যাণ্ডের ন্যায় ঘোড়ার পিঠে বসেই উপদেশ শুনেনি। ঘোড়াগুলোকে তারা বেড়ার সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল বলেই বিশৃঙ্খলা অনেকটা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। আমার উপদেশ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সময় ও সুযোগ মিললে কয়েকটি স্থানে যাওয়ার জন্য নতুন নিমন্ত্রণ পাই। তখন ঠাণ্ডা থাকা সত্ত্বেও লোকেরা খোলা জায়গায় ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। ভাষণ শেষ হবার পরও লোকদের মধ্যে বাড়ি ফেরার জন্য কোন তাড়া পরিলক্ষিত হয়নি।"

জর্জ হুয়াইফিল্ডের জার্ণালসমূহ, সত্যের ব্যানার, ১৯৬০, ৩৫৪-৫

করলে মেথডিস্ট এপিসকোপালীয় প্রচারকার্য আমেরিকান প্রটেস্টান্ট মতাদর্শের মধ্যে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠতে পুনর্জাগরণের নমুনা কাজে লাগায়।

আমেরিকান প্রটেস্টান্ট মতাদর্শের বিচিত্র রূপ

আমেরিকান প্রটেস্টান্ট ঐতিহ্য রূপায়নে পুনর্জাগরণ প্রচেষ্টার প্রভাবকে এবং এ কারণে বর্তমান বিশ্বে ইংরেজী ভাষাভাষী প্রটেস্টান্ট মতাদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্যকে অতি মূল্যায়ন করা কঠিন। এর তাৎক্ষণিক ফলটা ছিল আমেরিকান প্রটেস্টান্টবাদের বিচিত্র রূপ আরও বৃদ্ধি করা এবং রাষ্ট্রীয় সরকার হতে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও প্রাধান্য লাভের প্রয়াসী যে কোন প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীর জন্য এটাকে অবাস্তব করে তোলা। রাষ্ট্র ও মণ্ডলী বা ধর্মের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকে উস্‌কে দেওয়ার এটা ছিল অপর একটি কারণ যা উত্তরকালে আমেরিকান জীবনে একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। এ ছাড়াও, এই যে বৈচিত্র্য, এটা প্রত্যেক প্রটেস্টান্ট মণ্ডলীকে এক বৃহত্তর সমগ্রেরই একটি অংশ রূপে নিজেকে দেখতে সাহায্য করেছে। আমেরিকান প্রটেষ্টান্টদের এই সংমিশ্রণে একটি "সম্প্রদায়"-এর পরিপক্ব ধারণা গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ এমন বিশেষ মণ্ডলী যা খ্রীষ্টধর্মের সম্পূর্ণ পরিচিতি ফুটিয়ে তোলার দাবি করে না।

বিশেষভাবে দক্ষিণাঞ্চলে পুনর্জাগরণের প্রচার প্রয়াস কৃষ্ণকায় দাস জনগোষ্ঠীর কাছে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ব'য়ে আনতে ব্যাপক আগ্রহ সঞ্চার করেছিল। প্রতিদানে কৃষ্ণকায় জনগোষ্ঠী পরে তাদের নিজস্ব সমৃদ্ধ ধর্মীয় জীবন যাপনের সুফল এনে দেবে শ্বেতকায়দের খ্রীষ্টধর্মে, যদিও তারা এ অবদান পাবার অযোগ্য।

উপরন্তু, পুনর্জাগরণপন্থীদের খ্রীষ্টধর্ম একটা প্রত্যাশা, আত্মবিশ্বাস ও উত্তেজনাবোধে পূর্ণ হয়েছিল যা ধর্মের গণ্ডীর বাইরেও সার্বিকভাবে আমেরিকানদের জীবনের একটি বিশেষত্ব হয়ে ওঠে। তাই বলা চলে পুনর্জাগরণ বর্তমানে যে জাতি একটি পরাশক্তিতে পরিণত হয়েছে, তারই জাতস্বভাব গঠনে বলিষ্ঠ অবদান রেখেছে।